আল-কুরআনের পরিচয়

ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহান আল্লাহর কালাম বা বাণীসমষ্টি। এ গ্রন্থের ভাষা, ভাব, অর্থ, মর্ম, বিষয়বস্তু সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে। পবিত্র কুরআনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি আলোচিত হয়েছে। কুরআনের বিষয়বস্তু মানব জাতি। মানব জাতির ইহ-পরকালীন শান্তি ও মুক্তির সন্ধান দেওয়া হয়েছে এ মহাগ্রন্থে।

এ ইউনিটে আল-কুরআনের পরিচয়, নামকরণ, আলোচ্য বিষয়, অবতরণ ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হলো–

পাঠ-১ : আল-কুরআনের পরিচয়

পাঠ-২ : আল-কুরআনের কাঠামোগত পরিচয় ও আলোচ্য বিষয়

পাঠ-৩ : আল-কুরআনের অবতরণ

পাঠ-৪ : আল-কুরআনের মাক্কী ও মাদানী সূরা ও আয়াত

পাঠ-৫ : অহীর পরিচয় ও অহী নাযিলের পদ্ধতি

পাঠ-৬ : আল-কুরআনের সংরক্ষণ

পাঠ-৭ : আল-কুরআনের গ্রন্থাবদ্ধকরণের ইতিহাস

আল-কুরআনের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- আল-কুরআনের অর্থ বলতে পারবেন
- আল কুরআনের নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- আল-কুরআনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নামের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।

১.১

আল-কুরআন মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এটা মহান আল্লাহর বাণী। এতে মানব জাতির পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে। এ গ্রন্থের ভাব, ভাষা, মর্ম-বিষয়বস্তু সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের শিক্ষার সার সংক্ষেপ এই গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর অন্য সব আসমানী কিতাবের আর কোন কার্যকারিতা নেই। পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন আল-কুরআনই মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র পথ প্রদর্শক।

১.২ আভিধানিক পরিচয় :

আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দটি (قَرْءٌ) "কারউন" ধাতু হতে এসেছে । এর অর্থ একত্র করা, সন্নিবেশ করা, জমা করা। আল্লামা যারকানী বলেন- কুরআন শব্দটি قَرَاءَةٌ (কারা'আতুন) ধাতু হতে এসেছে যার অর্থ অধ্যয়ন করা ও পাঠ করা।

১.৩ পারিভাষিক পরিচয় :

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, "আল-কুরআন মহান আল্লাহর সেই অতীব পবিত্র ও সম্মানিত কালাম যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহর (স) উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে। আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌঁছেছে। আর তা হল কুরআনের আয়াত ও এর অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম।"

আল-কুরআনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আল্লামা নাসাফী (র) বলেন-

اَلْكِتَابُ هُوَ الْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوْبُ فِىْ الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا بِلاَ شُبْهَةٍ

"মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (স) উপর অবতীর্ণ এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে, আর তা রাসূল (স) থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।" (আল-মানার : নাসাফী)

১.৪ নামকরণের তাৎপর্য

আল-কুরআনের আরও অনেক নাম আছে। এর প্রমাণ কুরআনে পাওয়া যায়। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম দু'টি। তা হল- (اَلْقُرْاٰنُ) আল-কুরআন ও (اَلْفُرْقَانُ) আল-ফুরকান। কুরআনের নামের অর্থ ও তাৎপর্যসহ একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো–

১. **আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ :** আল্লামা-তকী উসমানী লেখেন- কুরআন অবতরণকালে আরবের অবিশ্বাসীরা এ কুরআনের পবিত্র বাণী শুনতে চাইত না। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তারা নানারূপ হট্টগোল করত, যাতে কুরআনের বাণী তাদের কানে না পৌঁছে এবং বুঝতে না পারে। এ হীন আচরণের জবাবে আল-কুরআন (পঠিত গ্রন্থ) নাম রেখে বুঝানো হয়েছে- তোমরা যতই কুৎসিত আচরণ দ্বারা কুরআনের বাণীকে ঠেকাতে চাও, কিন্তু কিছুতেই তা পারবে না। পবিত্র এ কিতাব 'পঠিত' হওয়ার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হতেই থাকবে। বস্তুত আজ পর্যন্ত সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত সত্য হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র কুরআনই সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী 'কুরআন' শব্দের এ নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন-

"আসমানী গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কিতাবকেই কুরআন বলা হয়েছে এ জন্য যে, আসলে এ কিতাবেই অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। সে সব গ্রন্থের শিক্ষা ও সারসংক্ষেপ এ পবিত্র গ্রন্থে আছে। মূলত বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইলম-বিদ্যারও সমাবেশ ঘটেছে এ কিতাবে।"

২. **আল-ফুরকান (পার্থক্যকারী) :** ফুরকান শব্দের অর্থ হচ্ছে- 'পার্থক্য ও প্রভেদকারী'। আল-ফুরকান হক ও বাতিলের মধ্যে, কুফর-শিরক এবং তাওহীদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী। এ কারণে কুরআনকে ফুরকান বলা হয়।

৩. **আল-কিতাব (মহাগ্রন্থ) :** কিতাব অর্থ সন্নিবেশিত। কুরআনে সকল বিষয় সু-সন্নিবেশিত হয়েছে বলে একে আল-কিতাব বা মহাগ্রন্থ বলা হয়।

৪. **আল-যিকর (স্মারক) :** যিকর অর্থ স্মারক। এ গ্রন্থে বিভিন্ন উপদেশ এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা উল্লেখ আছে বলে একে 'যিকর' বলা হয়।

৫. **আত্-তানযীল (অবতরণকৃত) :** এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মানবজাতির দিশারীরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য একে 'তানযীল' বলা হয়।

৬. **আল-কালাম (বাণী) :** কালাম শব্দের অর্থ আকর্ষণ করার বাণী। কুরআন শ্রবণকারীর হৃদয়-মনকে আকৃষ্ট করে বলে, একে 'আল-কালাম' বলা হয়।

৭. **আল-হুদা (দিশা) :** এ নামকরণের কারণ হচ্ছে এটা সত্য পথের দিশারী।

৮. **আল-নূর (আলোকবর্তিকা) :** কুরআনের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা উদ্ভাসিত হয়, তাই একে 'নূর' বলা হয়।

৯. **আশ্-শিফা (প্রতিষেধক) :** মানবাত্মার বিভিন্ন রোগ, যেমন– কুফর-শিরক, নিফাক, মূর্খতা এমনকি দৈহিক রোগও এর মাধ্যমে উপশম হয়। তাই কুরআনকে 'শিফা' বলা হয়।

১০. **আল-হিকমাত (বিজ্ঞানময়তা) :** আল-কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। এজন্য একে 'হিকমাত' বলা হয়।

১১. **আল-হাকীম (বিজ্ঞানময় গ্রন্থ) :** কুরআনের আয়াতসমূহ খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ, তাই একে হাকীম বলা হয়।

১২. **আল-হাবলু (রশি) :** যে লোক কুরআনকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরবে সে অবশ্যই জান্নাত বা সুপথের সন্ধান পাবে। তাই একে আল-হাবলু বলা হয়েছে।

১৩. **সিরাতুল মুস্তাকীম (সরল পথ) :** কুরআনের অনুসরণ করলে সরল ও মুক্তির রাজপথে চলে জান্নাতে পৌঁছা যায়। এ কারণে এই নাম।

১৪. **আল-মাসানী (পুনরাবৃত্তি) :** প্রাচীন মানবজাতির কাহিনী পুনরায় এতে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এ নাম রাখা হয়।

১৫. **আল-রূহ (আত্মা) :** এ নামকরণের কারণ হচ্ছে কুরআনের মাধ্যমে হৃদয়-মন সঞ্জিবীত থাকে।

১৬. **আল-মুতাশাবাহ (সাদৃশ্যপূর্ণ) :** কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের সাথে সত্যতা ও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ তাই এর এ নাম।

১৭. **আল-মাজীদ (মর্যাদাপূর্ণ) :** কুরআন অতীব মর্যাদাপূর্ণ ও মহিমান্বিত গ্রন্থ তাই একে 'মাজীদ' বলা হয়।

১৮. **আল-বালাগ (পরিপূর্ণ ও অলংকারময়) :** কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পরিপূর্ণভাবে সত্যের আহ্বান জানানো হয় এবং এটা সাহিত্য সৌন্দর্যের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ অলংকারময় গ্রন্থ। তাই একে 'বালাগ' বলা হয়।

১৯. **আল-বায়ান (বাণী) :** কুরআনে সুস্পষ্টভাবে মানবজাতির মুক্তির বাণী বর্ণিত হয়েছে। তাই এর নাম আল-বায়ান।

২০. **মাসহাফ (ফলক) :** হযরত আবূ বকর (রা) সর্বপ্রথম কুরআনকে গ্রন্থাবদ্ধ করে এর নাম 'মাসহাফ' রাখেন।

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার জন্য এবং বিভিন্ন গুণ বৈশিষ্ট্যের কারণে এর বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। আসলে কুরআনের মূল নাম আল-কুরআন এবং অপর নাম আল-ফুরকান। অন্যান্য নাম হচ্ছে গুণবাচক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন-

১. কুরআন শব্দের অর্থ-

ক. পঠিত　　খ. অপঠিত

গ. পাঠ করা　　ঘ. মিলানো

২. কুরআনের ভাষা, অর্থ, মর্ম ও ভাব সবকিছুই-

ক. আল্লাহ তা'আলার　　খ. রাসূল (স)-এর

গ. আল্লাহ ও রাসূলের (স)　　ঘ. জিবরাইল (আ)-এর

৩. নূর শব্দের অর্থ-

ক. জ্যোতি　　খ. সাদা

গ. আলোক ধারা　　ঘ. অন্ধকার

৪. পবিত্র কুরআনের প্রসিদ্ধ দুটো নাম কী?

ক. কুরআন ও ফুরকান　　খ. কুরআন ও কালাম

গ. কুরআন ও কিতাব　　ঘ. কালাম ও মাজীদ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের সংজ্ঞা লিখুন।

২. আল-কুরআনের নামকরণের তাৎপর্য লিখুন।

৩. আল-কুরআনের ১০টি নাম লিখুন।

আল-কুরআনের কাঠামোগত পরিচয় ও আলোচ্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- আল-কুরআনের সূরা ও আয়াতের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- আল-কুরআনের বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান দিতে পারবেন;
- আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

২.১ সূরার পরিচয়

সূরা (سُوْرَةٌ) একবচন এর বহুবচন سُوَرٌ (সুয়ারুন)। আভিধানিক অর্থ হলো- দীর্ঘ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত, উচ্চতর অবস্থানস্থল।

সূরার পারিভাষিক সংজ্ঞা হয়েছে- "সূরা হলো আল-কুরআনের একটি অংশবিশেষ, যা নির্দিষ্ট নামে নামকরণ করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিন আয়াত।" যেমন- সূরা বাকারা, সূরা ইখলাস, সূরা কাওসার ইত্যাদি। কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৪টি।

২.২ আয়াতের পরিচয়

আয়াত اَلْاٰيَةُ একবচন এর বহুবচন اٰيَاتٌ - এর হলো- চিহ্ন ও নিদর্শন, শিক্ষা ও 'মুজিযাহ' ইত্যাদি।

আয়াতের পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুফতি আমিমুল ইহসান (র) বলেন–

"কুরআন মাজীদের বাক্যসমূহকে আয়াত বলা হয়, যাকে বিশেষ বিরাম চিহ্ন দ্বারা অপর বাক্য হতে পৃথক করা হয়েছে।" আল-কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি।

২.৩ কুরআনের আয়াতের বিভাগ

কুরআন মাজীদের সূরা ও আয়াতগুলো অবতরণের দিক দিয়ে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে।

ক. মাক্কী : যা মহানবীর (স) হিজরত পূর্ব ১৩ বছরের মক্কা জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিল।

খ. মাদানী : যা মহানবী (স)-এর হিজরতের পর ১০ বছরের মদিনা জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিল।

২.৪ আল-কুরআনের বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান

১. কুরআন মাজীদে সর্বমোট সূরার সংখ্যা ১১৪টি।

২. আল-কুরআনে মাক্কী সূরা ৯২টি।

৩. কুরআনুল কারীমে মাদানী সূরা ২২টি।

৪. আল-কুরআনে সর্বমোট আয়াত ৬৬৬৬টি।

৫. মাক্কী সূরার আয়াত সংখ্যা কারও মতে ৪৬০২টি। মাদানী সূরার আয়াত সংখ্যা ১৬৩৪টি। তবে ইমাম হাফ্স (র)-এর মতে, আল-কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি।

৬. পবিত্র কুরআনে বাক্য সংখ্যা ৭৭৯৪টি।

৭. আল-কুরআনে সর্বমোট শব্দ ৩,২৩,৭৬০টি।

৮. আল-কুরআনে সর্বমোট শব্দ৭৬,৪৩০টি।

৯. কুরআনে ﷲ। (আল্লাহ) শব্দটি ২৫৮৪ বার উল্লেখ আছে।

১০. মক্কায় কুরআন নাযিলের সময় কাল ১২ বছর ৫ মাস ২১ দিন এবং মদীনায় নাযিলের সময় কাল ১০ বছর ৬ মাস ৯ দিন।

১১. সূরা আল-বাকারা আল-কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬টি আয়াত আছে। এ সূরার ২৮২ নং আয়াতটি কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত।

১২. আল-কুরআনের ১০৮ নং সূরা আল-কাউছার কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা।

১৩. ৭৩নং সূরা মুয্যাম্মিলের সর্বশেষ ২০ নং আয়াতটি কুরআনের একমাত্র রুকু যা এক আয়াত সম্বলিত।

১৪. যাতে মাসে একবার পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত (খতম) করা যায় সে জন্য কুরআন মাজীদকে ৩০ জুয্ বা পারায় ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক পারা আবার ৩/৪, ১/৪ ও ১/২ অংশ হিসেবে বিভক্ত।

১৫. যাতে সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করা যায় সেজন্য সাত মনযিলে বিভক্ত করা হয়েছে।

১৬. কুরআন মাজীদে যবর (´)-এর সংখ্যা ৪,৫৩,১৪৩টি।

১৭. আল-কুরআনে যের ( )-এর সংখ্যা ৩৯,৫৮২টি।

১৮. কুরআন শরীফে পেশ (ُ)-এর সংখ্যা ৮,৮০৪টি।

১৯. পবিত্র কুরআনে তাশ্দীদ (ّ)-এর সংখ্যা ১,২৭৪টি।

২০. কুরআনে মাদ (~) আছে ১,৭৭১টি।

২১. কুরআনে নুকতা (ْ) আছে ১০,৫,৬৮৪টি।

২২. কুরআনুল কারীমে শরীআতের আদেশ আছে ১০০০ আয়াতে।

২৩. কুরআনে শরীআতে যা নিষেধ তা আছে ১০০০ আয়াতে।

২৪. কুরআন শরীফে মুমিনদের সুসংবাদ দেয়া আছে ১০০০ আয়াতে।

২৫. কুরআনে মানব জাতিকে সতর্কবাণী করা হয়েছে ১০০০ আয়াতে।

২৬. আল-কুরআনে হালাল ও হারামের (জায়েয ও চরমভাবে নিষেধ) বিধান উল্লেখ আছে ৫০০ আয়াতে।

২৭. কুরআনে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কাহিনী ও ইতিহাস আছে ৫০০ আয়াতে।

২৮. কুরআনে সালাত ও যাকাতের বিধানের কথা উল্লেখ আছে ১৫০টি আয়াতে।

২৯. কুরআনে তাসবীহ-এর বর্ণনা আছে ১২০টি আয়াতে।

৩০. কুরআনে রুকুর সংখ্যা ৫৪০টি।

৩১. পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন নবী ও রাসূলের নাম আছে পঁচিশ জনের।

৩২. কুরআনের সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত সর্ব প্রথম নাযিল হয়।

৩৩. কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত সূরা আল-মায়িদার ৩৫তম আয়াত।

সপ্ত মন্যিল

১. প্রথম সূরা আল-ফাতিহা থেকে ৪র্থ সূরা আন-নিসার শেষ পর্যন্ত।

২. ৫ম সূরা আল-মায়িদা থেকে ৯ম সূরা আত-তাওবার শেষ পর্যন্ত।

৩. ১০তম সূরা ইউনুস থকে ১৬তম সূরা নাহ্লের শেষ পর্যন্ত।

৪. ১৭তম সূরা বনী ইসরাইল থেকে ২৫তম সূরা ফুরকানের শেষ পর্যন্ত।

৫. ২৬তম সূরা শুআরা থেকে ৩৬তম সূরা ইয়াসীনের শেষ পর্যন্ত।

৬. ৩৭তম সূরা সাফ্ফাত থেকে ৪৯তম সূরা হুজুরাতের শেষ পর্যন্ত।

৭. ৫০তম সূরা কাফ থেকে ১১৪তম সূরা নাসের শেষ পর্যন্ত।

২.৫ আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়

আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানব জাতি। কারণ, মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক সন্ধান ও পরিচয় কুরআনেই বলা হয়েছে। কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হলো-মানব জাতিকে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধানের প্রতি পথ প্রদর্শন করা। যাতে মানুষ পৃথিবীর জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং পরকালে শান্তি ও সুখিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

আল কুরআনে বলা হয়েছে-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

"এটা সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ ।"(সূরা বাকারা:২)

- মানব জাতির উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করাই হলো পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাই মানব জীবনের সকল দিক নিয়েই পবিত্র কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে।
- মানুষের ব্যক্তি জীবনে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, তার সব কিছুই কুরআনে আছে।
- মানুষের সমাজ জীবনে যা কিছু প্রয়োজন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, যুদ্ধ-শান্তি, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সকল বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে আছে।

২.৬ কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহের শ্রেণীবিভাগ

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র) কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহকে প্রধান পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. **ইলমুল আহকাম বা সংবিধান জ্ঞান :** এ পর্যায়ে কুরআনে ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত, আচার-ব্যবহার, দাম্পত্য জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদি মানব জীবনের সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত কুরআনে ৫০০ আয়াত রয়েছে।

২. **ইলমুল মুখাসামা বা ন্যায় শাস্ত্র :** ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, মুশরীক ও মুনাফিক এ চার শ্রেণীর পথভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্কিত বিষয়। ঐ সব সম্প্রদায়ের আকিদা-বিশ্বাস এবং মতবাদের ভ্রান্ততা প্রমাণ করা হয়েছে। তাদের ভুল ও অযৌক্তিক মতবাদের প্রতি জনমনে ঘৃণা জাগ্রত করা হয়েছে।

৩. **ইল্‌মুত্ তাযকীর-বি-আলা ইল্লাহ বা স্রষ্টাতত্ত্ব :** বিশ্বস্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসেবে মহান আল্লাহর পরিচয়, অনুগ্রহ, অবদান এবং কুদরত সম্পর্কিত জ্ঞান। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য, দৈনন্দিন জীবনে প্রাপ্ত বান্দার অভিজ্ঞান, সর্বোপরি স্রষ্টার গুণাবলির পরিচয় সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

৪. **ইলমুত তাযকীর-বি-আইয়্যামিল্লাহ বা সৃষ্টিতত্ত্ব :** আল্লাহর সৃষ্টি-বস্তুর অবস্থা সংক্রান্ত বিজ্ঞান। এতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অতীত সংঘর্ষ ও রেষারেষির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। হক ও সত্যপ্রিয়তার উজ্জ্বল পরিণাম, মিথ্যা ও বাতিলের শোচনীয় পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে।

৫. **ইলমুত তাযকীর বিল-মাউত বা পরকাল জ্ঞান :** কুরআনে এ পর্যায়ে সৃষ্টিলোকের লয়, মানুষের মৃত্যু, অক্ষমতা এবং মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন-জান্নাত জাহান্নামের দৃশ্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনা। রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের আগমন-উপস্থিতি, কিয়ামতের আলামত, হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ, দাজ্জাল-ইয়াজুজ-মা'জুজের আবির্ভাব, ইসরাফীলের শিঙ্গায় ফুঁকের উল্লেখ। হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, পাপ-পুণ্যের জ্ঞান, আমলনামা, মু'মিনগণের আল্লাহর সাথে দীদার ইত্যাদি বর্ণনা। তাছাড়া আযাব ও শাস্তির নানা রকম ভীতিকর বর্ণনা। জান্নাতের নিয়ামতসমূহের বিবরণ। মূলত মানব জাতিকে আত্মচেতন ও সতর্ক করার জন্যে এবং আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করাই এর আসল উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

১. সূরা শব্দের অর্থ-

ক. মর্যাদা খ. চিহ্ন

গ. নিদর্শন ঘ. শিক্ষা

২. কুরআনে মোট সূরা রয়েছে-

ক. ১১৪টি খ. ১৪৪টি

গ. ১১১টি ঘ. ১৪১টি

৩. কুরআন নাযিল হয়-

ক. শুধু মক্কায় খ. শুধু মদীনায়

গ. মক্কা ও মদীনায় ঘ. আরব দেশে

৪. কুরআনে আহকাম সম্পর্কিত আয়াত হচ্ছে-

ক. ১৫০টি খ. ২৫০টি

গ. ৫০০টি ঘ. ১০০০টি

৫. কুরআনে মানযিল রয়েছে-

ক. ১৭টি খ. ৩০টি

গ. ২৭টি ঘ. ০৭টি

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্নঃ

১. সূরা ও আয়াত-এর পরিচয় দিন।

২. কুরআনের সূরাসমূহ প্রধানত কয়ভাগে বিভক্ত?

৩. কুরআনের মানযিল কয়টি ও কি কি?

৪. কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা দিন।

৫. কুরআনের আলোচ্য বিষয় কয়ভাগে বিভক্ত?

পাঠ ৩ আল-কুরআনের অবতরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- কুরআন অবতরণের বিবরণ জানতে পারবেন;
- কুরআন নাযিলের সময় ও স্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সর্বপ্রথম কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্তের বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১ কুরআনের অবতরণ

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটা মানব রচিত কোন গ্রন্থের মত গ্রন্থ নয়। মহান আল্লাহ বিশ্বমানবতার হিদায়াতের জন্য তাঁর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ অহীর সমষ্টি। যা নবী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছর কালব্যাপী নাযিল হয়েছিল। এটি "লাওহে মাহফুযে" সুরক্ষিত গ্রন্থ।

কুরআন মাজীদ "লাওহে মাহফুয" থেকে মহানবীর (স) কাছে দু পর্বে অবতীর্ণ হয়।

প্রথমত, লাওহে মাহফুয হতে বাইতুল ইয্যাতে

প্রথম পর্যায়ে মহান আল্লাহর আরশে আযীমে রক্ষিত "লাওহে মাহফুয" বা "সুরক্ষিত ফলক" হতে পরিপূর্ণ কুরআন একই সাথে রমযান মাসের কদর রজনীতে পৃথিবী সংলগ্ন আসমানের "বাইতুল ইয্যাতে" তথা "বাইতুল মামুরে" অবতীর্ণ হয়। মহান আল্লাহ বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

"রামাযান মাস, এতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" (সূরা বাকারা : ১৮৫)

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"নিশ্চয় কুরআনকে কদর রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা কদর :১)

মহানবী (স) বলেন : "লাওহে মাহফুয হতে কুরআনকে পৃথিবীর আকাশে বাইতুল ইয্যাতে রাখা হয়। তারপর জিবরাঈল (আ) ক্রমশ তা আমার প্রতি নাযিল করতে থাকেন।" (বায়হাকী)

দ্বিতীয়, বাইতুল ইয্যাত হতে মহানবীর (স) প্রতি

পরবর্তী পর্যায়ে বাইতুল ইযযাত হতে মহানবীর (স) প্রতি আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাঈলের (আ) মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ওহীযোগে প্রয়োজনের আলোকে কুরআনের কোন কোন আয়াত ও খণ্ড খণ্ড সূরা ধারাবাহিকভাবে তেইশ বছর কালব্যাপী অবতীর্ণ হয়।

মহান আল্লাহ বলেন–

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

"আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং উহা ক্রমশ অবতীর্ণ করেছি ।" (সূরা বনী ইসরাইল : ১০৬)

সময় ও স্থান

৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (স)-এর ৪০ বছর বয়সে রমযান মাসের কদরের রাতে 'হিরা গুহায়' সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়।

কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্ত

পবিত্র কুরআন ওহী হিসেবে অবতীর্ণের সূচনা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন-

"মহানবীর (স) প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে অহী অবতরণের সূচনা হয়েছিল। অতঃপর তাঁর মধ্যে নির্জনে ইবাদাত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন তিনি "হেরা পর্বতের একটি গুহায়" রজনীর পর রজনী ইবাদাতে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এমতাবস্থায় এক রজনীতে হযরত জিবরাঈলের (আ) মারফতে তাঁর নিকট সূরা 'আলাকের' প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথমে অবতীর্ণ হয়। জিবরাঈল (আ) মহানবীর (স) নিকট এসে বললেন : পড়ুন! তিনি বললেন- "আমি তো পড়তে জানি না।" মহানবী (স) বলেন, তখন জিবরাঈল (আ) আমাকে চেপে ধরলেন, তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন: পড়ুন! "আমি আবার বললাম"- "আমি পড়তে জানি না।" তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলেন– "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে -যিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন।" (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৩)

অতপর মহানবী (স) কম্পিত হৃদয়ে ঘরে ফিরে বিস্তারিত ঘটনা পত্নী "খাদীজাতুল কুবরা (রা)"-কে বললেন। খাদীজা (রা) সবকিছু শুনে হযরতকে (স) সান্ত্বনা প্রদান করে স্বীয় চাচাতো ভাই ধর্ম বিশেষজ্ঞ "ওয়ারাকা ইবনে নওফেল"- এর নিকট নিয়ে যান। 'ওয়ারাকা' সবকিছু শুনে বললেন- ভয় নেই, মূসার (আ) কাছে আল্লাহ যে নামুসকে পাঠিয়েছেন, এ সেই নামুস। (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল ফেরেশতা)। আপনিই প্রতিশ্রুত শেষ নবী। আমি বেঁচে থাকলে আপনার সমর্থন করতাম। 'ওয়ারাকার' কথায় নবী করীম (স) ও খাদীজা (রা) আশ্বস্ত হলেন।"

ওহী বিরতি পর্ব

এরপর তিন বছর পর্যন্ত সরাসরি আর কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তিন বছর বা কারো মতে, আড়াই বছর পর আবার অহী অবতীর্ণ শুরু হয় এবং সুদীর্ঘ তেইশ বছরে পরিপূর্ণ কুরআন অবতরণ সুসম্পন্ন হয়। ওহী বিরতি কালকে ফাতরাত (فترة) নামে অভিহিত করা হয়। বিরতির উদ্দেশ্য ছিল প্রথম অহী নাযিলের ফলে প্রিয় নবীর (স) মনে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল এবং তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে প্রভাব পড়েছিল, তা পূরণ করা। ধীরে ধীরে তিনি তা সহ্য করার ক্ষমতা লাভ করবেন এবং তাঁর মনে ওহীর বাহক জিবরাঈল (আ)-কে আবার দেখার আগ্রহ জাগ্রত হবে। কিছু কাল অহী আসা বন্ধ থাকলে মহানবী (স) চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন, কয়েকবার তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে আকাশের দিকে তাকাতেন এজন্য যে, কোথাও জিবরাঈল (আ) কে দেখতে পাবেন। অথবা কোন প্রকার আওয়াজ শুনতে পাবেন। একদিন এমন ঘটনা ঘটে, তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন আর জিবরাঈল (আ) তাঁর সামনে এসে বললেন–

يَامُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا

"হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্য সত্যই আল্লাহর রাসূল।"

এ কথা শুনে মহানবী (স)-এর মন শান্ত হয় এবং তিনি ফিরে এলেন। এর কিছু দিন পর আবার তিনি হেরা পর্বতের কাছে গিয়ে দেখতে পান হযরত জিবরাঈল (আ) আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি আসনে বসে আছেন। মহানবী (স) তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে ভয় পেয়ে নিজ গৃহে ফিরে আসেন এবং বললেন-

"কম্বল দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করে দাও।" এ সময় সূরা মুদ্দাসিরের প্রথম আয়াতগুলো নাযিল হয়।

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।" (সূরা মুদ্দাচ্ছির : ১-৩)

তারপর নিয়মিতভাবে ওহী নাযিল হতে থাকে এবং মহানবী (স)-এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

সর্বশেষ অহী

পবিত্র কুরআন ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা দিয়ে বিদায় হাজ্জের সময় আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ অবতীর্ণ করেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধানকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকেই মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা : ৩)

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. আল-কুরআন নাযিল সূচনা হয় ..... খ্রিষ্টাব্দে।

২. ..... আকারে কুরআন নাযিল হয়।

৩. কুরআন নাযিল হয় ..... বছর ব্যাপী।

৪. কুরআন নাযিল হয় ..... পর্বতের গুহায়।

৫. সর্বশেষ ওহী ছিল সূরা .....।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরআন নাযিলের পর্যায় ও পদ্ধতি লিখুন।

২. সর্বপ্রথম কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করুন।

৩. ফাতরাতুল ওহী সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৪. সর্বশেষ ওহী সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

আল-কুরআনের মাক্কী ও মাদানী সূরা ও আয়াত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাক্কী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর তেইশ বছরের নবী-জীবন, মাক্কী ও মাদানী-এ দু'ভাগে বিভক্ত। কুরআনও দু'পর্বে বিভক্ত। এজন্য কুরআন অবতীর্ণের সময় ও স্থান অনুযায়ী কুরআনের সূরা ও আয়াতকে মাক্কী ও মাদানী দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। মাক্কী ও মাদানী।

১. মাক্কী সূরা

হযরত মুহাম্মাদের (স) নবী জীবনে মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত ১৩ বছরের মধ্যে যে সকল সূরা বা আয়াত অবতীর্ণ হয়, সেগুলোকে মাক্কী সূরা বা মাক্কী আয়াত বলা হয়।

২. মাদানী সূরা

হযরত মুহাম্মাদের (স) মদীনায় হিজরত করার পর জীবনের শেষ ১০ বছরে মদীনায় কিংবা অন্য যে কোন স্থানে যে সকল সূরা ও আয়াত অবতীর্ণ হয়, সেগুলোকে মাদানী সূরা ও মাদানী আয়াত বলা হয়।

মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবী জীবনের দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় হচ্ছে নবুওয়াত পাওয়ার পর মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তের বছরের যিন্দেগী। তাঁর হিজরত করার পর মদীনার দশ বছরের যিন্দেগী হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়। এ দু'অধ্যায় মহানবী (স)-কে দুধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এ পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ নাযিল হয়ে থাকে। তাই এ দু অধ্যায়ের সূরাসমূহের দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

নিচে মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হলো–

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু হচ্ছে –

১. মাক্কী সূরাগুলো আকারে ছোট।

২. এতে আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে।

৩. এতে রিসালাত ও নবুওয়াতের বর্ণনা রয়েছে।

৪. এতে আখিরাত বা পরকালীন জীবনবোধ সম্পর্কিত আলোচনা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে।

৫. মাক্কী সূরায় কুরআনের সত্যতা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬. এতে শিরক ও কুফরের যুক্তি ও উপমা ভিত্তিক বিরোধিতা করা হয়েছে।

৭. এতে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা বেশি এসেছে।

৮. এতে পারলৌকিক বিচার ও হিসাব নিকাশের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৯. এ সকল সূরায় আকাঈদ ও ঈমান সম্পর্কিত ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা করা হয়েছে।

১০. মাক্কী সূরায় চরিত্র গঠন ও পরিশুদ্ধির নির্দেশনা স্থান পেয়েছে।

১১. এতে নৈতিকতাবোধ-চিন্তাশক্তি ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

১২. নুবুওয়াতী দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

১৩. এ পর্বের সূরাগুলোর ভাষা স্বচ্ছ ও ঝরনাধারার মতো ঝরঝরে, হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য।

১৪. মাক্কী পর্যায়ের সূরার প্রারম্ভ শপথ বাক্য দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৫. মাক্কী পর্বে ৯২টি সূরা।

মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু হচ্ছে–

১. মাদানী পর্বের সূরাগুলো আকারে দীর্ঘ।

২. এতে ইবাদাতের বর্ণনা ব্যাপকভাবে এসেছে।

৩. এতে আহকামে শরীআতের বর্ণনা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে।

৪. এতে হালাল ও হারামের বর্ণনা বিস্তৃত বর্ণনা এসেছে।

৫. মাদানী পর্বের সূরায় ইসলামী রীতি-নীতির বিশদ বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৬. এতে অর্থনৈতিক আইন যথা- যাকাত, উশর, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ও উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ রয়েছে।

৭. ইসলামের ব্যবহারিক জীবন তথা আচার-ব্যবহার, বিয়ে-শাদী, তালাক ইত্যাদি বর্ণনা রয়েছে।

৮. সামরিক আইন- জিহাদ ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. পররাষ্ট্রনীতি, সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

১০. সামাজিক-রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয়াদির আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

১১. মুনাফিক, কাফির, জিম্মি, আহলে কিতাব, শত্রু, মিত্র, তথা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে আচরণ বিধির বিবরণ এসেছে।

১২. এ পর্বের সূরায় ঐতিহাসিক বিবরণ এনে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

১৩. এ পর্বের সূরাগুলোর সুদীর্ঘ-বর্ণনা ধারা ও ছন্দময় আয়াত অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রলম্বিত।

১৪. এ পর্বের সূরায় শপথের প্রাবল্য কম।

১৫. এ পর্বে রয়েছে ২২টি সূরা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তর প্রশ্নে টিক চিহ্ন দিন–

১. মক্কায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে-

ক. ২৩ বছর　　খ. ১৩ বছর

গ. ৩১ বছর　　ঘ. ১০ বছর

২. মদীনায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে-

ক. ১৩ বছর　　খ. ২৩ বছর

গ. ১০ বছর　　ঘ. ১২ বছর

৩. তাওহীদের বর্ণনা আছে-

ক. মাক্কী সূরায় খ. মাদানী সূরায়

গ. মাক্কী ও মাদানী সূরায় ঘ. কোনটিতে নেই

৪. আকারে দীর্ঘ-

ক. মাক্কী সূরা খ. মাদানী সূরা

গ. কিছু মাক্কী সূরা ঘ. কিছু মাদানী সূরা

৫. জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এসেছে-

ক. মাক্কী সূরায় খ. মাদানী সূরায়

গ. উভয় সূরায় ঘ. কুরআনের প্রথম সূরায়

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মাক্কী সূরা বলতে কি বুঝায়? লিখুন।

২. মাদানী সূরা বলতে কি বুঝায়? লিখুন।

৩. মাক্কী সূরার ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৪. মাদানী সূরার ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

ওহী পরিচয় ও ওহী নাযিলের পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ওহীর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ওহীর শ্রেণীবিভাগ ও ওহী অবতরণের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মহানবীর (স) প্রতি ওহী নাযিলের পদ্ধতিসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।

৫.১ ওহী :

মহান আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে বিশ্ব নবী (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই ওহীর মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করে মানব জাতিকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) কুরআন মাজীদ ছাড়াও আরো অনেক বিষয় ওহীর মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করতেন। কুরআনে বলা হয়েছে-

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَاِلَّاوَحْىٌ يُّوْحٰى

"তিনি নিজের থেকে কিছুই বলেন না, যা কিছু বলেন, ওহীর মাধ্যমেই বলেন।" মূলত ওহী থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অধিক নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য।

৫.২ 'ওহী'র অর্থ

'ওহী'র শাব্দিক অর্থ ইঙ্গিত করা, লেখা, সংবাদ দেয়া, ইলহাম হওয়া। ওহীর প্রকৃত অর্থ হলো- দ্রুতগতিতে কোন ইশারা-ইঙ্গিত করা।

অহীর পরিচয় দিতে গিয়ে মনীষীগণ বলেন–

اَلْوَحْىُ اَلْاِعْلَامُ فِىْ الْخِفَاءِ وَفِىْ اِصْطِلَاحِ الشَّرْعِ: اِعْلَامُ اللهِ تَعَالٰى لِاَنْبِيَائِهِ الشَّيْئَ اِمَّا بِكَلَامٍ اَوْبِرِسَالَةِ مَلَكٍ اَوْمَنَامٍ اَوْاِلْهَامٍ

"ওহী অর্থ গোপনে কিছু জানানো। শরীআতের পরিভাষায় ওহী বলতে বোঝায়- আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণকে কোন বিষয়ে কথা বলে বা ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে জানিয়ে দেওয়া।"

৫.৩ ওহীর প্রকারভেদ

ওহী প্রধানত দু'প্রকার-

১. **ওহীয়ে মাত্‌লু (পঠিতব্য অহী) :** যে ওহীর ভাব, শব্দ ও ভাষা, অর্থ, বিন্যাস সবকিছুই মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন এবং যার নির্ভুল সংরক্ষণ ব্যবস্থাও করেছেন। এ প্রকারের ওহীকে 'অহীয়ে মাত্‌লু' (পঠিতব্য অহী) বা 'ওহীয়ে জলী' (প্রত্যক্ষ ওহী) বলা হয়। এটাই পবিত্র কুরআন শরীফ।

২. **ওহীয়ে গাইরে মাত্‌লু (অপঠিতব্য অহী) :** যে ওহীর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে; কিন্তু তার ভাষা ও শব্দ স্বয়ং রাসূল (স)-এর একে 'ওহীয়ে গাইরে মাত্‌লু' (অপঠিতব্য ওহী) বা 'ওহীয়ে খফী' (প্রচ্ছন্ন ওহী) বলা হয়। এ প্রকারের ওহী হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস। এ উভয় ওহী একই উৎস থেকে উৎসারিত।

৫.৪ ওহী অবতরণের অবস্থা

নবীদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনভাবে ওহী এসেছে। যথা- ১. ওহীয়ে ক্বালবী, ২. ওহীয়ে কালামে ইলাহী এবং ৩. ওহীয়ে মালাকী।

১. **ওহীয়ে ক্বালবী :** কারো মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নবীর হৃদয়ে কোন কথা বা বিষয় ওহী হিসেবে পাঠাতেন। এ প্রকার ওহীকে 'ওহীয়ে ক্বালবী' বলা হয়। নবীদের স্বপ্ন এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

২. **অহীয় কালাম-ই-ইলাহী :** ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আল্লাহ নবীর কাছে যে ওহী প্রেরণ করেছেন, তাকে 'ওহীয়ে কালাম-ই-ইলাহী' বলা হয়। এ পদ্ধতিতে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা হয় ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ হয়। যেমন, মি'রাজের সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আল্লাহর বাক্যালাপ এবং হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথোপকথন হয়েছিল।

৩. **ওহীয়ে মালাকী :** আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণী কোন ফেরেশতার মাধ্যমে নবীর নিকট পৌঁছে দেন। পবিত্র কুরআন মাজীদ এ পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছিল।

৫.৫ মহানবী (স)-এর প্রতি ওহী নাযিলের পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন-হাদীসের বর্ণনা মহানবী (স)-এর প্রতি ওহী নাযিলের যে পদ্ধতিসমূহ জানা যায়, তা হল-

১. **সত্য স্বপ্ন :** হযরত আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়- নুবুওয়াত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে মহানবী (স)-এর উপর ওহী নাযিলের শুভ সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। হাদীসে বহু স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে। সেগুলো হাদীসে কুদসীর অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে-

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ

"আল্লাহ তাঁর রাসূল (স)-এর স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন।" (সূরা ফাত্হ: ২৭)

হযরত ইব্রাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন। সুতরাং নবীদের স্বপ্ন অহীর অন্তর্ভুক্ত।

২. **অন্তর্লোকে ফুঁকে দেওয়া :** এ পদ্ধতিতে জিবরাঈল (আ) মহানবী (স)-কে দেখা না দিয়ে তাঁর হৃদয়পটে কোন কথা ফুঁকে দিতেন। কিংবা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নবীর অন্তর্লোকে কোন কথা উদ্রেক করতেন।

৩. **ঘন্টাধ্বনির মাধ্যম :** ওহী নাযিলের পূর্ব মুহূর্তে মহানবী (স)-এর কানে ঘন্টাধ্বনির মত আওয়াজ অবিরাম বাজতে থাকতো। আর এর সঙ্গে সঙ্গেই ফেরেশতাও কথা বলতে থাকতেন। এ পদ্ধতিকে "সালসালাতুল জারাস" বলা হয়েছে। এটা ছিল কঠিনতম পদ্ধতি। প্রচণ্ড শীতেও এ সময় মহানবীর (স) শরীর থেকে প্রচণ্ড বেগে ঘাম ঝরে পড়তো।

৪. **ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন :** কখনো ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে মহানবী (স)-এর নিকট এসে ওহী পৌঁছে দিতেন। এ পদ্ধতি ছিল সহজতর। হাদীসে জিবরাঈল নামে অভিহিত হাদীসখানা এ পদ্ধতির অহীর উদাহরণ।

৫. **ফেরেশতা নিজের আকৃতিতে আগমন :** হযরত জিবরাঈল (আ)-কে মহান আল্লাহ যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক সেই আকৃতিতে রাসূল (স)-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন। মহানবী (স) ৩ বার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে স্বরূপে দেখেছিলেন।

৬. **পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি :** মহান আল্লাহ মহানবী (স)-এর সাথে কোন মাধ্যম ছাড়াই পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি কথা বলতেন। মি'রাজের সময় আল্লাহর সাথে এভাবেই কথা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এ পদ্ধতিতে ফরয হয়।

৭. **তন্দ্রাবস্থায় সরাসরি ওহী :** মহানবী (স) তন্দ্রাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি অহী পেতেন। এ পদ্ধতিতে মহানবী (স) সাতবার অহী পেয়েছেন বলে হাদীস থেকে জানা যায়।

৮. **অন্তরাল ছাড়া ওহী :** এ পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'আলা কোন অন্তরাল ছাড়াই সরাসরি রাসূল (স)-এর সাথে কথা বলেছেন।

৯. **ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমে ওহী :** কোন কোন সময় মহানবী (স)-এর কাছে হযরত ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমেও ওহী অবতীর্ণ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৫

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন

১. ওহী শব্দের প্রকৃত অর্থ কী?

২. ওহী প্রধানত কত প্রকার?

৩. নবীদের কাছে কয়ভাবে অহী আসত?

৪. সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে কোন সময়ে মহানবীর (স) উপর ওহী আসত?

৫. ওহী নাযিলের কঠিনতম পদ্ধতি কোনটি?

৬. মহানবী (স) জিবরাঈল (আ) কে কতবার আসল সুরতে দেখেছেন?

৭. ইসরাফিল ফেরেশতার মাধ্যমে কে কোন ওহী পেয়েছেন?

৮. পবিত্র কুরআন কোন পদ্ধতির ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ওহী কি? অহীর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

২. ওহী অবতরণের কয়টি অবস্থা? লিখুন।

৩. মহানবী (স) এর প্রতি কোন পদ্ধতিতে ওহী আসত? উল্লেখ করুন।

আল-কুরআনের সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- আল-কুরআন সংরক্ষণের পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- যুগে যুগে কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস জানতে পারবেন।

৬.১ কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি

মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অমূল্য দান হচ্ছে আল-কুরআন। মহান আল্লাহ স্বয়ং এ কিতাবের হিফাযতকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাছাড়া মহানবীর (স) আমলে তথা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এবং সকল যুগেই এর সুরক্ষার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে আসছে। আল-কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ অবিকৃত ও রক্ষিত আসমানী কিতাব হিসেবে চির অম্লান।

কুরআন মাজীদ দু'টি পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়ে আসছে:

১. স্মৃতি ভাণ্ডার : পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের তুলনায় একমাত্র কুরআনই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এর সুরক্ষার জন্যে কলম ও কাগজের তুলনায় অধিক নির্ভর করা হয় স্মৃতিভাণ্ডার তথা হাফিযদের স্মরণ শক্তির উপর। হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে-

وَمُنَزِّلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ

"আপনার প্রতি আমি এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি যাকে পানিও মুছে ফেলতে পারবে না।" (সহীহ্ মুসলিম)

২. লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে : কুরআন নাযিল হওয়ার মুহূর্তেই অহী লেখক দ্বারা লিখে রাখা হতো। এ ধারা পরবর্তী যুগে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রণের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন অবিকল লিখিত আকারে সুরক্ষিত হয়ে আসছে।

৬.২ কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

প্রথম পর্যায় মহানবীর (স) যুগে কুরআন সংরক্ষণ : মহানবীর (স) যুগে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসমূহ ছিল–

ক. কুরআন কণ্ঠস্থকরণ :

কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার সাথে মহানবী (স) কণ্ঠস্থ করে নিতেন এবং তা জিবরাঈল (আ)-কে হুবহু শুনাতেন। সাথে সাথে সাহাবীগণকেও কণ্ঠস্থ করে স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রাখার নির্দেশ দিতেন।

খ. পারস্পরিক পঠন-পাঠন ও শ্রবণ :

অধিকতর সতর্কতার জন্য মহানবী (স) প্রতি বছর রামযান মাসে জিবরাঈলের (আ) সাথে 'কুর'আনের দাওর"- পারস্পরিক পঠন-পাঠন ও শ্রবণ করতেন। তেমনিভাবে তিনি সাহাবীগণকে শুনাতেন আর সাহাবীগণও তাঁকে শুনাতেন।

গ. ব্যাপক চর্চা, শিক্ষাদান :

সাহাবীগণের মধ্যে কুরআন মুখস্থ করা, স্মরণ রাখা এবং শিক্ষাদানের অদম্য আগ্রহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। পবিত্র কুরআনকে স্বীয় স্মৃতির মণিকোঠায় সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত হাজার হাজার সাহাবী সকল মগ্নতা ত্যাগ করে এ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিয়মিত রাত জেগে তারা নফল নামাযেও তিলাওয়াত করতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা– يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ "রাতভর তারা আল্লাহর (কুরআনের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে থাকেন।" (আল-ইমরান : ১১৩)

মহানবীর (স) সময় মদীনায় নয়টি মসজিদ কায়েম হয়েছিল। সেগুলোতে কুরআন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। বহু সাহাবী মানুষকে কুরআন শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলেন। অনেক মহিলা বিয়ের মোহরানা স্বরূপ স্বামীর নিকট কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এভাবে ব্যাপক চর্চা ও শিক্ষাদানের বিপুল আগ্রহ ও তৎপরতার দ্বারা কুরআনের বাণী ছিল সকলের মুখে মুখে।

ঘ. কুরআনের বাস্তব আমল :

মহানবী (স) স্বয়ং নিজে এবং সাহাবীগণ সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের মর্ম ভালভাবে তা আমল ও বাস্ত ব জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা করতেন।

ঙ. কুরআন লিখন :

মহানবী (স) এর যুগে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সুচারুরূপে "অহী লিখন দফতর"-এর মাধ্যমে কুরআনের লিখনের কাজটি করানো হয়। তবে এ সময় কুরআন মাজীদ একই নুসখা বা পাণ্ডুলিপিতে একত্রিত করা হয়নি।

৬.৩ কুরআন লিখনের উপকরণ

মহানবীর (স) যুগে কুরআন লিখনের উপকরণ ছিল- গাছের বাকল, হাড়, চামড়া, শ্বেত পাথর, কাপড়, মিশরীয় ফোম বস্ত্র এবং তখনকার মতো আবিষ্কৃত এক প্রকার কাগজ।

৬.৪ কুরআনের বিন্যাস

কুরআনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয়। তা সুচারুরূপে লিখিত হয় এবং তা ছিল সুবিন্যস্ত। সূরার নামকরণ, ধারাবাহিকতা এবং কোন আয়াত কোন সূরার কোথায় লিখিত হবে তার সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সুবিন্যস্ত ছিল।

৬.৫ দ্বিতীয় পর্যায় : কুরআন সংরক্ষণ প্রথম খলীফার যুগে

মহানবী (স)-এর যুগে কুরআনের যেসব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল; তা একই গ্রন্থে ছিল না বরং বিভিন্ন বস্তুর উপর বিক্ষিপ্তভাবে ছিল।

এদিকে মহানবীর (স)-এর তিরোধানের ফলে হযরত আবু বকরের খিলাফতের প্রথম দিকে ইসলাম বিরোধী চক্র ও ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে কুরআনের বহু হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। সুতরাং হযরত উমর (রা) কুরআন একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করে সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করলে হযরত আবু বকর (রা) তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। "সাহাবী যায়িদ ইবনে সাবিত' কে প্রধান করে, কুরআন সংকলন কমিশন গঠন করেন। তাঁরা কুরআনের প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

৬.৬ তৃতীয় পর্যায় : কুরআন সংরক্ষণ তৃতীয় খলীফার আমলে

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা) আমলে ইসলাম আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও রোমের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কুরআনের পঠনে আঞ্চলিক ভাষার ও উচ্চারণের প্রভাব কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে বিঘ্ন দেখা দেয়। এ অবস্থা দেখে হযরত উসমান (রা) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে "যায়িদ ইবনে সাবিতের" নেতৃত্বে একটি সংস্থা গঠন করেন। এ সংস্থা মূল পাণ্ডুলিপি অনুকরণে একই পঠন রীতিতে কুরআনের "মাসহাফ" তৈরি করেন। আর তার অনুলিপি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। আর সতর্কতার জন্য পূর্বের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও আঞ্চলিক উচ্চারণের কুরআনের সমস্ত অংশ বা কপি তলব করে নেওয়া হয়। আর তা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। এভাবেই কুরআন মাজীদ সুরক্ষিত হয়।

৬.৭ পরবর্তীকালে কুরআনের সংরক্ষণ

কুরআনের পাঠ সহজতর করার জন্য হরকত সংযোজন করেন 'হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ'। তারপর থেকে কুরআনে আর কোন কিছু অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়নি। সে থেকে আজ পর্যন্ত কুরআন হাফিযদের স্মৃতিভাণ্ডার এবং মুদ্রণ শিল্পের মাধ্যমে ও লিখিত আকারে নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন-

১. অবিকৃত একমাত্র আসমানী কিতাব কোনটি

ক. যাবুর　　খ. বাইবেল

গ. তাওরাত　　ঘ. কুরআন মাজীদ

২. কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের জন্য অধিক নির্ভর করা হয়-

ক. স্মৃতিভান্ডারের উপর　　খ. মুদ্রণ শিল্পের উপর

গ. লিপিকারদের উপর　　ঘ. কলম ও কাগজের উপর

৩. মহানবীর (স) আমলে কুরআন সংরক্ষণের অবস্থা ছিল-

ক. কণ্ঠস্থকরণ　　খ. পারস্পরিক পাঠন-পাঠন-শ্রবণ

গ. ব্যাপক চর্চা ও শিক্ষাদান　　ঘ. সব কয়টি

৪. কুরআন লিখনের উপকরণ ছিল–

ক. গাছের বাকল-হাড়　　খ. চামড়া-শ্বেত পাথর

গ. কাপড়, মিশরীয়, ফোম বস্ত্র　　ঘ. সব কয়টি

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ পদ্ধতি কী কী? লিখুন।

২. মহানবীর (স) আমলে কোন পদ্ধতিতে কুরআন সংরক্ষিত ছিল?

৩. প্রথম খলিফার আমলে কুরআন সংরক্ষণের বিষয় লিখুন।

৪. হযরত উসমানের (রা) উদ্যোগে কুরআন সংরক্ষণে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল?

আল-কুরআনের একত্রে গ্রন্থাবদ্ধকরণের ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- কুরআন একত্রে গ্রন্থাবদ্ধকরণের ইতিহাস লিখতে পারবেন;
- কুরআন একত্রীকরণে গঠিত কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

মহান আল্লাহ স্বয়ং কুরআনের হিফাজতকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এর লেখার কাজ চলতে থাকে। খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর আমলে কুরআনের গ্রন্থাবদ্ধকরণের কাজ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

৭.১ মহানবীর (স) যুগে

মহানবী (স)-এর উপর কুরআনের অহী নাযিল হওয়ার সময়ে পবিত্র কুরআনকে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে রূপাদান করা সম্ভব হয়নি। কারণ, তখনও কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল। এ সময় কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা লিখে রাখা হতো। অহী লেখকদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। অহী লিখকগণ পালাক্রমে রাসূলের (স) কাছে থাকতেন এবং যখন যা নাযিল হতো তা লিখে রাখতেন।

৭.২ প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে

মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর ইসলাম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে বিশেষত ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন। এভাবে হাফিযগণ শাহাদাতবরণ করতে থাকলে কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ করা দুরূহ হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া কুরআনের অংশবিশেষ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দূরদর্শী হযরত উমর (রা) খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআন সংগ্রহ করে একই গ্রন্থে গ্রন্থাবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। হযরত উমরের (রা) পরামর্শকে তিনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (স) যে কাজটি করে যেতে পারেননি, তা করার সীমাহীন গুরুত্ব ও কল্যাণের দিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার মহতী কাজে হাত দেন।

মহানবীর "অহি লিখন দফতরের" প্রধান হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা)-এর নেতৃত্বে একটি "কুরআন সংকলন কমিশন" গঠন করেন। মুসলিম জাহানের সর্বত্র ফরমান জারি করেন যে, যার কাছে কুরআনের যে অংশ রয়েছে, তা এ কমিশনের নিকট জমা দিতে। 'কমিশন' মহানবীর (স)-এর জীবদ্দশায় লিখিত পাণ্ডুলিপি অনুসরণে এবং সর্বস্তরের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে হাফিযদের স্মৃতিতে সুরক্ষিত তরতীব অনুসরণ করে বিশিষ্ট সাহাবীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আল-কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একখানি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে রূপদান করেন। একে রাষ্ট্রীয়ভাবে হিফাযত করা হয়। পরে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের (রা) ইনতিকালের পর নবীপত্নী উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার (রা) নিকট সংরক্ষিত থাকে।

৭.৩ অভিন্ন পাঠরীতিতে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণে খলীফা উসমানের (রা) অবদান

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে ইসলাম আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও রোমের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তার লাভ করে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ফলে বিভিন্ন জাতি ও ভাষা-ভাষীর লোক ইসলাম গ্রহণ করে। অনারব লোকেরা আবর কুরাইশদের ভঙ্গিতে কোন কোন আরবি শব্দের উচ্চারণ করতে পারত না। আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাবে কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে পার্থক্য দেখা দেয়। হযরত উসমান (রা) ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে অহী লিখন ও গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজটি যারা করেছেন, তাঁদের সমন্বয়ে যায়িদ বিন সাবিতের (রা) নেতৃত্বে একটি সংস্থা গঠন করেন। এ সংস্থাকে কতকগুলো মূলনীতির একই পাঠরীতির কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে বলেন।

এ সংস্থার কাজ ছিল–

ক. প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের (রা) আমলের "মূল পাণ্ডুলিপি" অনুকরণে সূরার ক্রমানুসারে একই মাসহাফে সন্নিবেশ করা।

খ. মহানবীর (স) যুগে এমন পদ্ধতিতে কুরআন লেখা হত, যাতে প্রসিদ্ধ সকল কিরআত পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করা যেত। কিন্তু পরে এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই এ সংস্থা কেবল একই পঠন পদ্ধতিতে কুরআনের "মাসহাফ" প্রস্তুত করেন।

গ. এ সংস্থা কুরআনের সর্বসম্মত ও নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপির অনুলিপি তৈরি করে প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে প্রেরণ করে সরকারিভাবে তারই অনুসরণ করার নির্দেশ জারি করে।

ঘ. এ সংস্থা আবু বকরের (রা) সময়ের মূল পাণ্ডুলিপিটিও পুনঃপরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যাচাই-বাছাই করে দেখেন।

ঙ. মূল পাণ্ডুলিপি রেখে কুরআনের অন্য সব অংশ বা পাণ্ডুলিপি ছিল- তা তলব করে নেওয়া হয়। অধিকতর সতর্কতার জন্য তা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়।

এভাবেই কুরআন মাজীদ তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একই পঠনরীতিতে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৭

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন-

১. মহান আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কুরআনের হিফাযতকারী।

২. মহানবী (স)-এর আমলে পবিত্র কুরআন একই গ্রন্থে গ্রন্থাবদ্ধ ছিল।

৩. কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা লেখা হত না।

৪. অহী লেখকদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন।

৫. ভণ্ড নবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছিল ইয়ারমুকে।

৬. অহী লিখন দফতরের প্রধান সচিব ছিলেন হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা)।

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আল কুরআনের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রকাশ করে এর নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২. আল-কুরআন ছাড়া কুরআনের অন্যান্য নামের তালিকা, অর্থ ও তাৎপর্যসহ লিখুন।

৩. আল-কুরআনের কাঠামোগত পরিচয় দিন।

৪. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৫. পবিত্র কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করুন।

৬. মাক্কী ও মাদানী সূরা কাকে বলে? মাক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

৭. অহীর পরিচয় দিন? অহী কত প্রকার? অহী নাযিলের পদ্ধতি লেখুন।

৮. আল-কুরআন সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহ লেখুন।

৯. আল-কুরআন একত্রে গ্রন্থাবদ্ধকরণের ইতিহাস বর্ণনা করুন।